প্রথম আলো

তারিখ 15 AUG 2013
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

নতুন শিক্ষাক্রমে জেএসসি পরীক্ষা

নম্বর বিভাজনে পরিবর্তন, কঠিন প্রশ্নকাঠামো, ফল বিপর্যয়ের আশঙ্কা

মোশতাক আহমেদ

চলতি শিক্ষাবর্ষে অষ্টম শ্রেণীর জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু শিক্ষক ও শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে পরীক্ষা পরিচালনাকারী শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা অভিযোগ করেছেন, এবার গণিতের নম্বর বিভাজন পরিবর্তন ও ইংরেজির প্রশ্নকাঠামো কঠিন হওয়ায় পরীক্ষার ফলাফলে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

এ ছাড়া পর্যাপ্ত শিক্ষক ছাড়াই চারু ও কারুকলা এবং শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয় বাধ্যতামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। এতে উত্তরপত্র মূল্যায়নে সমস্যা হবে।

আন্তশিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কাছে এসব সমস্যা তুলে ধরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

এ অবস্থায় জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) সভা আহ্বান করা হয়েছে। ১৮ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে। মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে, ওই সভার আলোচ্যসূচিতে চারটি বিষয় রাখা হয়েছে। সেগুলো হলো, ২০১৩ সালের জেএসসি পরীক্ষার গণিত বিষয়ের নম্বর পুনর্বণ্টন, ইংরেজি প্রশ্নপত্রের কাঠামো পরিবর্তন, চারু ও কারুকলা এবং শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ের শিক্ষকের স্বল্পতার কারণে উত্তরপত্র মূল্যায়নের জটিলতা নিরসনে পর্যালোচনা এবং উচ্চতর গণিতে ব্যবহারিক বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ।

জানতে চাইলে আন্তশিক্ষা বোর্ড ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান তাসলিমা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বর্তমান নম্বর বিভাজন ও প্রশ্নকাঠামোর কারণে পরীক্ষার ফল খারাপ হতে পারে। তাই এ বিষয়ে একটি বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এনসিসিসির সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।

এনসিটিবি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এবং শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দীর্ঘ প্রায় ১৭ বছর পর এবার শিক্ষাক্রম সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণীতে মোট নম্বর আগের মতোই ৯০০ নম্বর রাখা হয়েছে। এর মধ্যে ৮০০ নম্বর বাধ্যতামূলক ও ১০০ নম্বর ঐচ্ছিক। তবে বাংলা ও ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রে ৫০ করে মোট ১০০ নম্বর কমানো হয়েছে। তাঁর পরিবর্তে বাধ্যতামূলকভাবে চারু ও কারুকলা এবং শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নামে দুটি বিষয় চালু করা হয়েছে। একেকটি বিষয়ের নম্বর রাখা হয়েছে ৫০ করে।

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৩

নম্বর বিভাজনে পরিবর্তন, কঠিন প্রশ্নকাঠামো

শেষ পৃষ্ঠার পর

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, সরকারি ৩১৭টি বিদ্যালয় বাদে বেশির ভাগ বেসরকারি বিদ্যালয়েই চারু ও কারুকলার শিক্ষক নেই। অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষক জোড়াতালি দিয়ে এ বিষয়টি পড়ান। উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁরা সমস্যায় পড়বেন। কারণ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক ছাড়া সৃজনশীল এ বিষয়ে সঠিক মূল্যায়ন হবে না। অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকেরা অনেকটা 'মনমতো' নম্বর দেবেন। হয়তো কেউ ভালো চিত্র অঙ্কন করল, কিন্তু না জানার কারণে ওই শিক্ষকের (পরীক্ষক) কাছে মনে হলো সেটি ভালো হয়নি, তখন হয়তো নম্বর কম পাবে। আবার দেখতে একটি অঙ্কন সুন্দর হলো কিন্তু চিত্রকলার নিয়ম অনুযায়ী সেটি সঠিক নাও হতে পারে। ফলে জেএসসি পরীক্ষায় এর প্রভাব পড়বে। একইভাবে শারীরিক ও স্বাস্থ্য বিষয়েও শিক্ষকের স্বল্পতা রয়েছে। এরও প্রভাব পড়তে পারে।

শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা গণিতের নম্বর বিভাজন নিয়ে সবচেয়ে বেশি আশঙ্কায় আছেন। তাঁরা জানান, গণিতে এবার জ্যামিতিতে নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে পাটিগণিত অংশে ২৪ নম্বর, বীজগণিতে ৩০, জ্যামিতিতে ৩৬ এবং পরিসংখ্যানে ১০ নম্বর রাখা হয়েছে। আগে পাটিগণিতে ছিল ৩০, বীজগণিতে ৩৬, জ্যামিতিতে ২৪ এবং পরিসংখ্যানে ১০ নম্বর।

পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঢাকা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, জ্যামিতিতে এমনিতে কম নম্বর পাওয়া যায়। এর মধ্যে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে নম্বর বেশি হওয়া মানে বেশি লিখতে হবে। সুতরাং এখানে আরও কম নম্বর পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। মফস্বলের শিক্ষার্থীরা এতে বেশি সমস্যায় পড়বে। অন্যদিকে বীজগণিত ও পাটিগণিত শতভাগ নম্বর পাওয়ার সুযোগ থাকলেও সেখানে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে কম নম্বর রাখা হয়েছে। এতে জিপিএ-৫ প্রাপ্তের সংখ্যা কমে যেতে পারে।

বোর্ডের কর্মকর্তা ও ইংরেজির শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এবার ইংরেজিতে মোট নম্বর কমানো হলেও সিলেবাস কমেনি। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটা বেড়েছে। যেমন আগে একটি 'প্যাসেজ' থেকে উত্তর দেওয়ার নিয়ম ছিল, সেখানে এখন একই নম্বরের জন্য তিনটি প্যাসেজ থাকবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজির একজন শিক্ষক *প্রথম আলোকে* বলেন, এই অংশে এমনতিতেই বইয়ের বাইরে থেকে প্যাসেজ আসবে। সেখানে তিনটি প্যাসেজ পড়তে পড়তেই শিক্ষার্থীদের অনেক সময় চলে যাবে। এতে ফল খারাপের আশঙ্কা আছে।

এসব বিষয় সম্প্রতি লিখিতভাবে এনসিটিবিকে জানিয়েছে আন্তশিক্ষা বোর্ড। এর পরিপ্রেক্ষিতে এনসিটিবি মনে করছে এখানে 'অপশন' বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। যেমন এখন যেখানে দুটি প্রশ্ন থেকে একটির উত্তর দিতে বলা হয়েছে, সেখানে হয়তো তিনটি বা চারটি প্রশ্ন থেকে একটির উত্তর দিতে বলা হতে পারে।

জানতে চাইলে এনসিটিবির সদস্য (শিক্ষাক্রম) অধ্যাপক তাহেরা আখতার জাহান *প্রথম আলোকে* বলেন, পুরো বিষয়টি পর্যালোচনা করে এনসিসিসির সভাতেই এ বিষয়ে করণীয় ঠিক করা হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এনসিটিবির একাধিক কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা করেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তার পরও যেহেতু বোর্ডের পক্ষ থেকেই আপত্তি এসেছে, তাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এনসিসিসির সভা ডাকা হয়েছে।

আগামী ৪ নভেম্বর শুরু হবে জেএসসি পরীক্ষা। এতে ১৬ লাখের বেশি শিক্ষার্থী অংশ নেবে।